Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.28

নিদিধ্যাসনের স্বরূপ আত্মসাক্ষাৎকারজ্ঞানের প্রেক্ষিতে

ডঃ শর্মিষ্ঠা ঘোষ

ফকির চাঁদ কলেজ
দর্শন বিভাগ

সারসংক্ষেপ

ভারতীয় দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আত্মজ্ঞান বা আত্মসাক্ষাৎকারজ্ঞান লাভ। মানব জীবনের পরমলক্ষ্য বা পরমপুরুষার্থ লাভ করতে হলে এই আত্মজ্ঞান বা আত্মসাক্ষাৎকার জ্ঞানের প্রয়োজন। অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের দ্বারা আত্মা ও পরমাত্মার অভেদাত্মক জ্ঞান লাভ হয়। প্রশ্ন এই আত্মজ্ঞান কিভাবে লাভ হয়? উপনিষদে বলা হয়েছে, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো........"। আত্মজ্ঞান লাভের জন্য আত্মার শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন করতে হবে এবং এরপরই মোক্ষ লাভ হবে। আত্মজ্ঞান বা আত্মসাক্ষাৎকার জ্ঞান হল যথার্থ জ্ঞান, আর যথার্থ জ্ঞান লাভ হয় প্রমাণের দ্বারা। যেমন—ঘটের লাল রঙের সঙ্গে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সংযোগ না হলে ঘটের লাল রঙের প্রত্যক্ষজ্ঞান কোনভাবেই হতে পারে না(চক্ষু ইন্দ্রিয় ঘটের লাল রঙের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ), তেমনভাবেই আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে ঐ জ্ঞানের করণ প্রমাণও অতি আবশ্যক। যদিও ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় গুলি যে কয়টি স্বীকৃত প্রমাণ রয়েছে সেগুলির মধ্যে, শ্রুতিতে আত্মজ্ঞানের উপায় রূপে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন – এই তিনটির উপায় বা কারণের উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও মনন ও নিদিধ্যাসন কোন স্বতন্ত্র প্রমাণ নয়। এখন প্রশ্ন হল এদের মধ্যে কোনটি আত্মজ্ঞান লাভের করণ বা প্রমাণ?

এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ মত আছে - এক, বিদ্যারণ্য মুনির বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহের শব্দাপরোক্ষবাদ, দুই, মন্ডনমিশ্রের প্রসজ্খ্যানবাদ। বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ অনুযায়ী শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের মধ্যে 'শ্রবণ' আত্মজ্ঞানের করণ। এখানে প্রশ্ন হলো শব্দ তো পরোক্ষ জ্ঞান, এই পরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অপরোক্ষ আত্মজ্ঞান লাভ কি করে সম্ভব? অন্যদিকে প্রসজ্খ্যানবাদ অনুযায়ী নিদিধ্যাসন আত্মজ্ঞান লাভের করণ। কিন্তু নিদিধ্যাসন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় স্বীকৃত কোন প্রমাণ নয় বলে প্রশ্ন যে, নিদিধ্যাসন কি অর্থে আত্মজ্ঞান লাভের হেতু হয়? শ্রুতিতে আবার আত্মজ্ঞান লাভের উপায় হিসাবে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনকে সমপর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু যথার্থ জ্ঞান বা প্রমার তো একটা নির্দিষ্ট প্রমান বা করণ থাকবে, তাহলে প্রশ্ন হলো আত্মজ্ঞানলাভের করণ কোনটি? উক্ত প্রবন্ধে বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহের শব্দাপরোক্ষবাদ ও মন্ডনমিশ্রের

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.28

প্রসঙ্খ্যানবাদের দৃষ্টিতে এই সকল প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে।

মূলশব্দ : আত্মজ্ঞান, মোক্ষ, শব্দাপরোক্ষবাদ, প্রসঙ্খ্যানবাদ, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রমুখ

ভূমিকা :

ভারতীয় দর্শনের প্রায় সকল সম্প্রদায়েরই(চার্বাক ব্যতীত) চরম ও পরমকাম্য হল মোক্ষ। মোক্ষের জন্য প্রয়োজন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজ্ঞান বা আত্মসাক্ষাৎকারজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। জন্ম মৃত্যু, ক্ষয় বৃদ্ধি, সকল পরিবর্তনের উর্দ্ধে নিত্য, পূর্ণ, অখন্ড চৈতন্যসত্তা যে আত্মা, তাঁর উপলব্ধির নামই আত্মজ্ঞান। এককথায় আত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নতা বা ঐক্যের জ্ঞান। এখন প্রশ্ন হল আত্মজ্ঞান লাভ হবে কিভাবে? 'বৃহদারণ্যক উপনিষদে' ঋষি যাজ্ঞবল্কের পত্নী মৈত্রেয়ীর 'যেনাহং নামৃতা স্যাম কিমহং তেন কুরযাম।' অর্থাৎ, যা আমাকে অমৃতত্ব দিতে পারে না তা নিয়ে আমি কি করব? এর উত্তরে ঋষি যাজ্ঞবল্ক বলেন, 'ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম' (২/৪/৫)। এর অর্থ সর্ববস্তুর প্রতি প্রীতিবশত সর্ববস্তু প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই সর্ববস্তু প্রিয় হয়। প্রিয়া মৈত্রেয়ী, আত্মাকেই দর্শন করতে হবে, শ্রবণ করতে হবে, মনন করতে হবে, নিদিধ্যাসন করতে হবে। শ্রুতিবাক্য অনুযায়ী আত্মজ্ঞান লাভের জন্য আত্মার শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন করতে হবে এবং এরপরই মোক্ষ লাভ হবে। আত্মজ্ঞান বা আত্মসাক্ষাৎকার জ্ঞান হল যথার্থ জ্ঞান, আর যথার্থ জ্ঞান লাভ হয় প্রমাণের দ্বারা। যেমন—ঘটের লাল রঙের সঙ্গে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সংযোগ না হলে ঘটের লাল রঙের প্রত্যক্ষজ্ঞান কোনভাবেই হতে পারে না(চক্ষু ইন্দ্রিয় ঘটের লাল রঙের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ), তেমনভাবেই আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে ঐ জ্ঞানের করণ প্রমাণও অতি আবশ্যক। যদিও ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় গুলি যে কয়টি স্বীকৃত প্রমাণ রয়েছে সেগুলির মধ্যে, শ্রুতিতে আত্মজ্ঞানের উপায় রূপে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন – এই তিনটির উপায় বা কারণের উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও মনন ও নিদিধ্যাসন কোন স্বতন্ত্র প্রমাণ নয় । এখন প্রশ্ন হল এদের মধ্যে কোনটি আত্মজ্ঞান লাভের করণ বা প্রমাণ?

বিদ্যারঽণ্য মুনির 'বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহে' শব্দাপরোক্ষবাদ অর্থাৎ শ্রবণই করণ বা প্রমাণ বা অন্তরঙ্গ কারণ বলে গৃহীত হয়েছে। বিবরণ প্রমেয় অনুযায়ী শ্রবণ করণ বা অন্তরঙ্গ সাধন, মনন ও নিদিধ্যাসন হল সহায়ক কারণ বা বহিরঙ্গসাধন। আচার্য্য মন্ডন মিশ্র আবার তাঁর 'ব্রহ্মসিদ্ধি' গ্রন্থে নিদিধ্যাসনকে আত্মজ্ঞানের করণ রূপে স্বীকার করেছেন। এখন প্রশ্ন হল, 'বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ' অনুযায়ী 'শ্রবণ' বা শব্দজ্ঞানকে কেন আত্মজ্ঞান বা আত্মসাক্ষাৎকাররূপ অপরোক্ষ জ্ঞানের করণ বলা হয়েছে? যেখানে শব্দ একটি পরোক্ষ প্রমাণ, সেই পরোক্ষ প্রমাণ শব্দের দ্বারা কি

 © 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

ভাবে অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎলব্ধ আত্মজ্ঞান হয়? আবার নিদিধ্যাসন বা ধ্যান ছাড়াও তো আত্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়; তবে নিদিধ্যাসনকে কি করণ বা প্রমাণ বলা যায়? মূলকথা নিদিধ্যাসন কি অর্থে আত্মজ্ঞানের হেতু হয়? এখানে মনে রাখতে হবে যে, শ্রুতিতে কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভের উপায় হিসাবে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনকে সমপর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহের শব্দাপরোক্ষবাদ ও মন্ডনমিশ্রের প্রসঙ্খ্যানবাদের দৃষ্টিতে এই সকল প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে।

বিবরণ প্রমেয়ের শব্দাপরোক্ষবাদ অনুযায়ী আত্মজ্ঞানলাভের করণ :

ভারতীয় দর্শনে শব্দতত্ত্ব বিষয়ে বিভিন্ন মত দেখতে পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে অন্যতম মীমাংসা দর্শন শব্দকে দ্রব্য, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন শব্দকে গুণ বলেছেন। একই ভাবে শব্দ প্রমাণ বিয়য়েও ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন মত দেখতে পাওয়া যায়। যেমন চার্বাক, বৌদ্ধ, বৈশেষিক সম্প্রদায় শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না। চার্বাকগণ শব্দ**কে** প্রত্যক্ষের অন্তর্গত, বৌদ্ধগণ শব্দ**কে** মানস প্রত্যক্ষের অন্তর্গত এবং বৈশেষিক দার্শনিকগণ শব্দকে অনুমানের অন্তর্ভূক্ত বলেছেন। অন্যদিকে ন্যায়, সাংখ্য, **যো**গ, বেদান্ত, মীমাংসা দর্শন সম্প্রদায় শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করেছেন। 'সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, মীমাংসা, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনের সমর্থক আচার্য্যগণ বলেন, আপ্ত বা সত্যদর্শী মহাপুরুষের উক্তিই শব্দ প্রমাণ। সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষের কোনরূপ ভ্রম কিংবা প্রমাদ নাই, চিত্তে কোনরূপ আবিলতা নাই। জিজ্ঞাসুকে প্রতারণা করিবার দুষ্প্রবৃত্তি তাঁহার মনের কোণেও স্থান পায় না। ফলে এইরূপ সত্যদ্রষ্টা, সত্যবাক মহাপুরুষের উক্তিকে সহজেই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়'।[১] সুতরাং আপ্ত বা সত্যদর্শী মহাপুরুষের বাক্যই শব্দ প্রমাণ।

বিবরণপ্রমেয়কারের মতে শ্রুতি বর্ণিত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের মধ্যে শ্রবণ অর্থাৎ 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্যই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি করণ। এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণের উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে যে, আচার্য্যের মহাবাক্য উপদিষ্ট হওয়ার অব্যহিত পরেই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 'তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ(ছা: ৬/১৬/৩), তমসঃ পারং দর্শয়তি(ছা ৭/২৬/২), আচার্য্যবান পুরুষঃ বেদ(৬/১৪/২)ইত্যাদি বাক্যসকলের পর্য্যালোচনা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, আচার্য্যকর্তৃক উপদিষ্ট হইবার অব্যবহিত পরেই অবিদ্যাধ্বংসী অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারের উদয় হইয়া সাধক জীবন্মুক্তি লাভ করেন। আচার্য্য শিষ্যকে 'তত্ত্বমস্যাদি' মহাবাক্যই উপদেশ করেন(ছা ৬/৮/৯ ইত্যাদি)। সেইহেতু তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যই অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের করণ, এই বিষয়ে উক্ত শ্রুতিবাক্যগুলি লিঙ্গপ্রমাণ'।[২] অর্থাৎ শ্রুতিতে উল্লেখিত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের মধ্যে এখানে শ্রবণকে আত্মসাক্ষাৎকারের করণ বলে স্বীকার করা হয়েছে। দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'প্রমাণ প্রযুক্ত হলেই প্রমেয় পদার্থের অবগতির বিলম্ব হয় না, ইহা অনুভবসিদ্ধ। যথা চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারে ঘটদেশগত ঘটাকারা বৃত্তির সহিত ঘটের

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.28

সম্বন্ধ হইলেই তৎক্ষণাৎ ঘটবিষয়ক জ্ঞান হয়'।৩ আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রেও শব্দের শক্তি ও তাৎপর্য্য বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে তত্ত্বমসি ইত্যাদি মহাবাক্য শ্রবণের পরই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাহলে তো এক্ষেত্রে শ্রুতি উল্লেখিত মনন ও নিদিধ্যাসন ব্যর্থ হয়ে পড়বে! শব্দাপরোক্ষবাদীগণ এর উত্তরে বলেছেন, 'শ্রোতা যদি প্রতিবন্ধযুক্ত হন অর্থাৎ তাঁহার যদি নানাপ্রকার পাপ, অসম্ভাবনা বিপরীতভাবনা ও চিত্তের চঞ্চলতা ইত্যাদি প্রতিবন্ধকসমূহ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে পদপদার্থবিষয়ক জ্ঞানবান হইলেও তাঁহার তত্ত্বমসিশব্দোত্থ অপরোক্ষ জ্ঞান স্থির দীপশিখার ন্যায় অচঞ্চল হইতে না পারায় অবিদ্যাধ্বংস করিতে সমর্থ হয় না; যেমন চঞ্চল দীপশিখার দ্বারা বস্তুর সম্যক্ প্রকাশ হয় না, তদ্রূপ। সেই শ্রোতার তত্ত্বমসিবাক্যোত্থ অপরোক্ষ জ্ঞান যেন পরোক্ষই, যেন অপ্রাপ্তই হইয়া পড়ে। তখন তাদৃশ শ্রুতব্রহ্ম পুরুষকে বিধেয় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে প্রবৃত্ত হতে হয়'।৪ অর্থাৎ শ্রোতার প্রতিবন্ধক, অবিদ্যা ধ্বংস হেতু মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রয়োজনীয়তার কথা এখানে বলা হয়েছে। শ্রুতিতে উল্লেখিত মনন ও নিদিধ্যাসনকে আত্মজ্ঞানের সাক্ষাৎ হেতু বা কারণ রূপে স্বীকার করা হয়নি।

শব্দাপরোক্ষবাদী বিবরণ প্রমেয়কার বিদ্যারণ্য মুনি শ্রবণ বা শব্দকে করণ রূপে স্বীকার করলেও মনন ও নিদিধ্যাসনকে সহকারী কারণ বা অবান্তর ব্যাপার (অবান্তর শব্দটি অর্থ এখানে যে কারণ ছাড়া কার্য্যটি সম্ভব নয়) রূপে স্বীকার করেছেন, শুধু তাই নয় সেখানে বলা হয়েছে শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত ব্রহ্মজ্ঞান হল পরোক্ষ জ্ঞান, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা ঐ পরোক্ষ জ্ঞান থেকে অপরোক্ষ জ্ঞান পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে 'বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, 'ধ্যান ও মনন এই দুইটি সাধন দ্বারা শ্রবণ দৃঢ়ীকৃত হয়, এই কারণে এই দুইটিকে ফলোপকারক অঙ্গ বলা যায়। ...... কুঠার দ্বারা বৃক্ষচ্ছেদ হয়, ইহা সকলেই জানে, এই বৃক্ষচ্ছেদরূপ কার্য্যে কুঠার করণ হইলেও, তাহা ছেদরূপ কার্য্যের উৎপাদনার্থ, যেমন কাষ্ঠচ্ছেদকের দ্বারা কৃত বেগে উত্থাপন ও নিপাতনকে কুঠারের সহকারী কারণ বা অবান্তর ব্যাপার বলা যায়। প্রকৃত স্থলেও সেইরূপ শ্রবণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ হইলেও, তাহা মনন এবং নিদিধ্যাসনরূপ অবান্তর ব্যাপারের অপেক্ষা করিয়া থাকে'।৫ আরও বলা হয়েছে, 'বেদান্তবাক্য শ্রবণের দ্বারা আপাততঃ পরোক্ষ যে ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে, তাহার দ্বারা অজ্ঞানবিবৃত্তি হয় না। চিত্তকে সম্পূর্ণ রূপে সাধনানুষ্ঠানের দ্বারা রাগদ্বেষবিমুক্ত করিতে না পারিলে অজ্ঞান নাশন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইবার সম্ভাবনা নাই'।৬ অর্থাৎ শ্রবণের দ্বারা যে আত্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তা পরোক্ষ জ্ঞান। বিবরণকারের মতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজ্ঞান বা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যের অপরোক্ষ জ্ঞান মনন নিদিধ্যাসন সহকৃত শব্দপ্রমাণের দ্বারা উৎপন্ন হয়। **নব্য নৈয়ায়িক মতে করণ হল ব্যাপারবিশিষ্ট কারণই করণ। বৃক্ষচ্ছেদন রূপ কার্য্যের ক্ষেত্রে কুঠার হল করণ আর কুঠারের উত্থাপন ও নিপাতন হল ব্যাপার। বিবরণ প্রমেয়কার আত্মজ্ঞানের সহকারী কারণ বা অবান্তর কারণরূপে যখন মনন ও নিদিধ্যাসনের উল্লেখ করছেন, তখন তা ন্যায় স্বীকৃত ব্যাপারের সমতুল্য।**

 © 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.28

এখন প্রশ্ন হল শ্রুতি আত্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ রূপে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের সম-পর্যায়ে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও শ্রবণকে করণ এবং মনন, নিদিধ্যাসনকে সহকারী কারণ রূপে স্বীকারের পিছনে যুক্তি কি? এর উত্তরে বলা হয়েছে, শ্রবণের বিষয় কেবলমাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। মনন কিন্তু ব্রহ্মকে অবলম্বন করে যে সকল কুতর্ক উঠতে পারে, সেইগুলির নিরসন করা। সুতরাং সাক্ষাৎ, নির্গুণ ব্রহ্ম মননের বিষয় নয়। নিদিধ্যাসন বলতে 'যদ্বিষয়ে শ্রবণ ও মনন করা হইয়াছে, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে চিত্তস্থৈর্য্যের অনুকূল যে মানস ব্যাপার, অর্থাৎ অনাদি দুর্ব্বাসনাবশে রূপরসাদি বিষয়ে আকৃষ্ট চিত্তকে বিষয় হইতে অপসরণকরতঃ ব্রহ্মবস্তুতে যে তৎসজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ(অবিচ্ছিন্নভাবে ধ্যান) তাহাকে বলে নিদিধ্যাসন'।[৭] অর্থাৎ বাহ্যবিষয় সমূহে আমাদের চিত্ত সর্বদা পূর্ব সংস্কার দ্বারা আসক্ত হয় এবং বিষয়ের প্রতি আসক্ত হয়েই থাকেন। ব্রহ্ম বিষয়ে চিত্তকে একাগ্র করতে হলে ধারাবাহিক ভাবে চেষ্টা করে যেতে হবে, এই প্রচেষ্টাই নিদিধ্যাসন। সুতরাং নিদিধ্যাসন সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বিষয়ক নয়, তাই নিদিধ্যাসন আত্মসাক্ষাৎকারজ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধন, অন্তরঙ্গ সাধন বা করণ নয়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে, 'যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম......'(৩/৪/১) অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎ অপরোক্ষ। এখন প্রশ্ন হল অপরোক্ষ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কিরূপে শ্রবণরূপ পরোক্ষ প্রমাণের বিষয় হয়? (ভারতীয় দর্শনের বেশির ভাগ সম্প্রদায় শব্দকে পরোক্ষ প্রমাণ বলে স্বীকার করেন) অদ্বৈত বেদান্ত মতে শব্দজ্ঞান দ্বিবিধ – লৌকিকবাক্যজন্য এবং বৈদিকবাক্যজন্য। উভয় বাক্যের অর্থ তাৎপর্য্য অনুযায়ী নিরূপিত হয়। লৌকিক বাক্যের ক্ষেত্রে বক্তার অভিপ্রায়ই হল তাৎপর্য্য। বৈদিকবাক্যের ক্ষেত্রে উপক্রম, উপসংহার ইত্যাদি ৬প্রকার লিঙ্গের দ্বারাই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য বুঝতে হবে। উক্ত ক্ষেত্রে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যে 'তৎ' ও 'ত্বম' এই দুটি পদে ভাগত্যাগ লক্ষণার দ্বারা কেবল চৈতন্যই বোধিত হইয়েছে। কাজেই উভয় চৈতন্যের কেবল অভেদই এই মহাবাক্যের তাৎপর্য্য। এই জ্ঞানটি অখন্ড অর্থের বোধক হওয়ার অপরোক্ষ। বিবরণকারের মতে লৌকিক বাক্য দ্বারাও অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মায়, যেমন 'দশমস্তমসি', 'সোয়ং দেবদত্ত' প্রমুখ।

বেদান্ত পরিভাষায় এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'অপরোক্ষ বিষয়ক বাক্য জন্য জ্ঞান ও অপরোক্ষ'।[৮] ব্রহ্ম প্রমাতা জীবের সঙ্গে অভিন্ন অপরোক্ষ। প্রত্যক্ষ জীব চৈতন্যের সঙ্গে অভিন্ন ব্রহ্ম চৈতন্য স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষ হলেও অবিদ্যা জন্য বলে তা প্রত্যক্ষরূপ প্রকাশিত হয় না। 'অহং ব্রহ্ম' এইরূপ ব্রহ্মাকার বৃত্তি উৎপন্ন হলেই অবিদ্যা ও বৃত্তি প্রভৃতি ব্রহ্মের যাবতীয় উপাধি নিবৃত্ত হয়। তখন আত্মার অপরোক্ষ ব্রহ্মরূপ প্রকাশ পায়। সুতরাং অপরোক্ষ ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান বাক্যজন্য হলেও অপরোক্ষ হবে[i]। বিদ্যারণ্য মুণীশ্বরের 'বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ' রচনার পূর্বে অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে আচার্য্য সুরেশ্বর রচিত 'সম্বন্ধ বার্ত্তিক' এ শব্দাপরোক্ষবাদের পক্ষে একাধিক যুক্তি দেওয়া হয়েছে –

নিত্যমুক্তত্ববিজ্ঞানং বাক্যাদ্ভবতি নান্যতঃ।।২০৬।।

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.28

অর্থাৎ 'আত্মজ্ঞান, আত্মার নিত্যমুক্তত্বাদির জ্ঞান শ্রুতিবাক্য হইতেই (অধিকারীর) উৎপন্ন হয়, ইহা অভিহিত করিয়া, আত্মস্বরূপজ্ঞান যে অন্য প্রমাণ হইতে সম্ভব নহে, তাহাই বলিতেছেন – 'নান্যতঃ'......'।৯ সুতরাং আত্মজ্ঞানের করণ হল শ্রুতিবাক্য বা শব্দজ্ঞান। বিবরণ প্রস্থানের আচার্য্যরা বলেন, লৌকিক বাক্য থেকেও অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মায়। যেমন 'দশমস্তমসি'। দশজন মানুষ নদী পার করে নিজেদের সংখ্যা ঠিক আছে কিনা জানার জন্য একজন গণনা করে, সে বারবার নিজেকে গণনা করতে ভুলে যায়। ফলে গণনাতে ৯জনকে পেয়ে তারা রোদন করতে লাগলো। কিন্তু অপর কোনও এক অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাকে 'তুমিই দশম' এই উপদেশ করলে, সে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করে যে, 'আমিই দশম'। অপর ব্যক্তির উপদেশ ছাড়া, ঐ ব্যক্তি অজ্ঞানরূপ প্রতিবন্ধক বশতঃ জানতে পারে না। এই প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তের মধ্যে দিয়েই বোঝানো হয়েছে যে, পর্যাপ্ত কারণ থাকলেও প্রতিবন্ধক থাকলে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্য অপরোক্ষ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক করণ বলে স্বীকৃত হলেও ঐ বাক্য থেকে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মাতে পারবে না যদি কোন প্রতিবন্ধক থাকে। মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা অসম্ভবনা ও বিপরীত ভাবনা রূপ প্রতিবন্ধক দূরীভূত হলেই ব্রহ্ম বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সুতরাং আত্মজ্ঞানের করণ হল শ্রবণ এবং মনন ও নিদিধ্যাসন হল সহকারী কারণ।

মন্ডনমিশ্রের প্রসঙ্খ্যানবাদ অনুযায়ী আত্মজ্ঞানলাভের করণ :

'প্রসঙ্খ্যান' শব্দটি যোগসূত্রের কৈবল্যপাদে(৪/২৮) পাওয়া যায়[ii]। '*প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তুর স্বরূপ ধ্যান করিতে করিতে, অবশেষে যেমন মুক্তিজনক বিবেক জ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের পার্থক্য জ্ঞান উদিত হয়, ধ্যানপ্রভাবে চিত্তসত্ত্ব নির্ম্মল হওয়ায় তদ্রূপ অন্য এক অবান্তর ফলও উপস্থিত হয়। সে ফল কি? না, ঐশ্বর্য্য। অর্থাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানাদি সামর্থ্য। সেই সকল সামর্থ্যের শাস্ত্রীয় নাম প্রসংখ্যান*'।১০ 'প্রসংখ্যান' শব্দটির উল্লেখ ন্যায়সূত্রের ভাষ্যেও দেখতে পাওয়া যায়[iii]। অর্থাৎ 'প্রসঙ্খ্যান' শব্দের অর্থ ধ্যান বা নিদিধ্যাসন। প্রসঙ্খ্যানবাদীরা বলেন যে, কেবল শ্রবণ বা শব্দ প্রমাণ থেকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার রূপ অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্য থেকে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হলেও, সেই জ্ঞানের পরোক্ষতা দূর করে অপরোক্ষ করবার জন্য প্রসঙ্খ্যান বা নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন আছে। বাচস্পতি মিশ্র ভামতী টীকায় শব্দাপরোক্ষবাদের বিপক্ষে একাধিক যুক্তি দিয়েছেন। বাচস্পতি মিশ্র দেখিয়েছেন, শব্দজন্য জ্ঞান পরোক্ষই হবে। কোন জ্ঞান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হবে তা নির্ভর করে প্রমাণের উপর। শব্দ যেহেতু পরোক্ষ প্রমাণ, সেহেতু শব্দের পরোক্ষ জ্ঞান উৎপাদনে সামর্থ্য আছে, সাক্ষাৎজ্ঞান বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপাদনে সামর্থ্য নেই। কল্পতরুকার অমলানন্দ বাচস্পতির মতের সমর্থনে একাধিক যুক্তি দিয়েছেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মা অনিত্যত্ব ও নিত্যত্ব রূপ বিরুদ্ধ ধর্ম বিশিষ্ট হওয়ায়, তাদের অভেদ কল্পনা যথার্থ নয়। এছাড়া 'দশমস্তমসি' বাক্য দ্বারাও যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তা অপরোক্ষ জ্ঞান নয়। বরং বাক্য শ্রবণের পর ইন্দ্রিয় দ্বারাই উহার অপরোক্ষ জ্ঞান হয়ে থাকে। ঐ বাক্য থেকে যদি অপরোক্ষ

 © 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.28

জ্ঞান হতো তাহলে ঐ বাক্য শুনে একজন অন্ধ ব্যক্তিরও অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মাতো। কিন্তু ঐ বাক্য শুনে অন্ধ ব্যক্তির অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মায় না। সুতরাং শব্দ জন্য অপরোক্ষ জ্ঞান সম্ভব নয়।

'*প্রসঙ্খ্যানবাদীর কথা এই, শ্রুতি যখন দ্রষ্টব্যঃ পদে আত্মদর্শনকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রবণ ও মননের পরও নিদিধ্যাসনের বিধান করিতেছেন তখন বুঝা যায় যে আত্মসাক্ষাৎকারে নিদিধ্যাসনই প্রধান বা অঙ্গী, অতএব করণ। শ্রবণকে অঙ্গী বলিলে মনন ও নিদিধ্যাসনের উপদেশ ব্যর্থ হইয়া যায়।........... শ্রবণের প্রাধান্য স্বীকার করিলে মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের পশ্চাদ্ভাবী বলিয়া শ্রবণের স্বরূপ মননাদির পূর্বেই নিষ্পন্ন হওয়ায় মনন ও নিদিধ্যাসন দৃষ্টদ্বারে শ্রবণের স্বরূপোপকারক হইতে পারে না*'।[১১] আচার্য মন্ডন মিশ্র 'ব্রহ্মসিদ্ধি' গ্রন্থে এইভাবে নিদিধ্যাসনকে আত্মাসাক্ষাৎকার বা আত্মজ্ঞানের করণ রূপে প্রতিপাদন করেছেন। তত্ত্বমস্যাদি বেদান্ত বাক্য জন্য 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই আত্মজ্ঞান বিশেষ্য বিশেষণভাব অবগাহী পরোক্ষজ্ঞান হওয়ায় অখন্ড ব্রহ্মকে বিষয় করতে পারে না। এইজন্য প্রয়োজন অভ্যাস বা নিদিধ্যাসনের। নিদিধ্যাসন দ্বারাই অপরোক্ষ অখন্ড 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জ্ঞান হয়। সুতরাং নিদিধ্যাসনই আত্মসাক্ষাৎকার রূপ জ্ঞানের করণ। ব্রহ্মসুত্রে বাদরায়ণ যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান যে ধ্যান, উপাসনা প্রভৃতির দ্বারা হয়, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মাহাবাক্য শ্রবণের পরই হয় না, মন্ডন মিশ্র ও বাচস্পতি মিশ্রের মত সমর্থন করে এই প্রসঙ্গে বলেছেন – 'অপিচ সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যম্'।।৩/২/২৪।। (সংরাধন শব্দের অর্থ – ভক্তি, ধ্যান ও প্রণিধানাদির অনুষ্ঠান)

এখন প্রশ্ন হল, নিদিধ্যাসন থেকে যে আত্মজ্ঞান বা আত্মসাক্ষাৎকার জ্ঞান উৎপন্ন হল তা প্রমা না অপ্রমা? নিদিধ্যাসন দ্বারা যে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হচ্ছে তা কখনই অপ্রমা হতে পারে না। আত্মজ্ঞান অজ্ঞান ধ্বংস করে মোক্ষের জনক হয়, তাই আত্মজ্ঞান অপ্রমা হতে পারে না। কিন্তু নিদিধ্যাসন দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান (আত্মসাক্ষাৎকারজ্ঞান) প্রমাও হতে পারে না। '*কারণ যাহা প্রমাণজন্য নহে, তাহা প্রমাজন্য নহে। নিদিধ্যাসন নামক কোন প্রমাণ কোন মতবাদেই স্বীকৃত হইয় না। অতএব অপ্রমাণভূত যে নিদিধ্যাসন, তজ্জন্য হওয়ায় সেই অপ্রমাভূত জ্ঞানান্তর অজ্ঞানকে ধ্বংস করিতে পারে না*'।[১২] সুতরাং নিদিধ্যাসন কোন প্রমাণ নয়, তাই নিদিধ্যাসন দ্বারা অজ্ঞান নাশক প্রমা জ্ঞান অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার রূপ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না। এর উত্তরে বলা হইয়েছে, '*কদাচিৎ অপ্রমাণ হইতেও প্রমার উৎপত্তি দৃষ্ট হয়। 'হস্তে কয়টি কড়ি আছে?' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া যদি কেহ ইচ্ছাপূর্বক একটি সংখ্যার উল্লেখ করিলে উহা কাকতালীয়ভাবে সংবাদিজ্ঞান হয়, তবে ঐরূপ আহার্য্যজ্ঞান যেমন অবাধিতবিষয়ক বলিয়া প্রমা, সেইরূপ নিদিধ্যাসনস্থলেও বুঝিতে হইবে। কেবল প্রমাণজন্যত্বই প্রমাত্ব নহে, অবাধিতার্থবিষয়কত্বই প্রমাত্ব*'।[১৩]

নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য তাঁর 'আত্মতত্ত্ববিবেক' গ্রন্থের অনুপলম্ভবাদ নামক চতুর্থ পরিচ্ছেদে প্রসঙ্খ্যানবাদের সমর্থন করে বলেছেন, '...... তথাসতি ভাবনাক্রমেণ নিঃশ্রেয়সসিদ্ধেঃ'। অর্থাৎ

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.28

মননের পর ভাবনারূপ[iv] নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হলে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি লাভ হয়ে থাকে।

উপসংহার :

ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির মূল উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান বা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ। জন্ম-মৃত্যু, ক্ষয়-বৃদ্ধি বা সমস্ত পরিবর্তন ও দ্বৈত বস্তুর সংস্পর্শ থেকে মুক্ত পূর্ণ ও অখন্ড চৈতন্যসত্তার উপলব্ধির নামই আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান যখন এক চরম জ্ঞান, অবশ্যই তা যথার্থ জ্ঞান অর্থাৎ প্রমা। অদ্বৈতবেদান্তী ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রের মতে 'যে জ্ঞানের বিষয়টি পরবর্ত্তী কোন জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় না (অবাধিত) এবং যে জ্ঞানের বিষয়টি পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিল না (অনধিগত) এইরূপ জ্ঞানই প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান বলিয়া জানিবে – প্রমাত্বমনধিগতাবাধিতার্থবিষয়কজ্ঞানম্'।[১৪] প্রমার করণকে বলা হয় প্রমাণ। প্রমাণের দ্বারাই প্রমারূপ জ্ঞানটি উৎপন্ন হয়। উক্ত প্রবন্ধে যেহেতু আত্মজ্ঞানের হেতু বা করণ শ্রবণ, মনন না নিদিধ্যাসন – এইটি মূল আলোচ্য বিষয়, সেহেতু করণ কাকে বলে জানা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। *'মহর্ষি পাণিনির সূত্রে দেখা যায় যে, কারণগুলির মধ্যে যে কারণটিকে সাধকতম বা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কারণ বলিয়া বুঝা যায়, তাহাকেই করণ বলা হইয়া থাকে – সাধকতমং করণম্, পাঃ সূঃ। প্রসিদ্ধ কোষ রচয়িতা অমরসিংহের মতেও করণং সাধকতমম্ - যে কারণটি সাধকতম বা মুখ্য কারণ তাহাই করণ বলিয়া জানিবে*।[১৫] এইভাবে করণ শব্দের অর্থ বিচার করায় বলা যায় যে প্রমার কারণমাত্রই প্রমাণ নয়। প্রমার একাধিক কারণ থাকে, কিন্তু কোনটি শ্রেষ্ঠ কারণ বা করণ তা কিভাবে নির্ণীত হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, যে কারণের দ্বারা ব্যাপার উৎপন্ন হয় এবং ব্যাপারের পরই কার্য্যটি উৎপন্ন হয়, কারণের মধ্যে তাই শ্রেষ্ঠ কারণ বা করণ। যেমন চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ঘটের সংযোগে ঘটের প্রমা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই ঘটরূপ প্রমা জ্ঞানের করণ চক্ষু ইন্দ্রিয়, চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারা ঘট ও চক্ষুর সংযোগ রূপ ব্যাপার উৎপন্ন হয় এবং তারপরই ঘটের প্রমা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাহলে ব্যাপার কি? করণবস্তুটি কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য ঐ কার্য্যসিদ্ধির অনুকূল অপর যে একটি কার্য্যকে অপেক্ষা করে সেই মধ্যবর্ত্তী কার্য্যটির নামই ব্যাপার। উক্ত উহাহরণে ঘট ও চক্ষুর সংযোগই ব্যাপার। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত করণের লক্ষণটি নব্যনৈয়ায়িক স্বীকৃত করণের লক্ষণের অনুরূপ[v]। এখন প্রশ্ন হল আত্মজ্ঞানের উপায় বা কারণরূপে শ্রুতিতে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে কি শ্রবণকে করণ বলে, অন্য দুটি অর্থাৎ মনন ও নিদিধ্যাসনকে একত্রে ব্যাপার বলা হবে? এ প্রসঙ্গে পূর্বে শব্দপরোক্ষবাদী বিবরণপ্রমেয় ও প্রসঙ্খ্যানবাদীদের আলোচনা হয়েছে। এবারে প্রশ্ন হল, আত্মজ্ঞান কি ব্যবহারিক জ্ঞান, যেমন ঘটজ্ঞানের মতো কোন জ্ঞান? আত্মজ্ঞান মানে আত্মাবিষয়ক জ্ঞান বা আত্মোপলব্ধি বা বলা যায় আত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যের উপলব্ধি, এই উপলব্ধি আর ব্যবহারিক জগতের ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান এক হতে পারে না।

বেদান্ত অথবা উপনিষদ বলে : যিনি দর্শন করে, যিনি শ্রবণ করেন, যিনি চিন্তা করেন এবং যিনি

 © 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.28

মনোগত ভাবরাশিকে উপলব্ধি করেন তাহার সাক্ষীস্বরূপ জ্ঞাতা যিনি তিনিই আত্মা। কিন্তু দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত এই সকলগুলিকে আমরা আত্মা বলে ভ্রম করে থাকি; প্রকৃতপক্ষে এগুলি আত্মা নয়[vi], এগুলিকে যিনি জানেন সেই জ্ঞাতাই আত্মা। বাহ্য বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয় ও মনের সংযোগের দ্বারাই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আত্মা যখন নিজেকে উপলব্ধি করার সময় কিন্তু ইন্দ্রিয় ও মনের কোন ক্রিয়া থাকে না, চিত্তের বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। অর্থাৎ জ্ঞান থাকে না, কারণ চিত্তবৃত্তিই জ্ঞান(সাংখ্যামতে)। মোটকথা মনের সকল কার্য্য নিরুদ্ধ হয়। তাই আত্মজ্ঞান বা আত্মোপলব্ধি ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞানের মতো ব্যবহারিক জ্ঞান নয়। 'এই নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের মধ্যেই আপেক্ষিক জ্ঞানরাশি মুক্তাকারে যেন শোভিত হইতেছে। কিন্তু কেহ যেন এরূপ ভ্রম না করেন যে, এই বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান এবং সাধারণ আপেক্ষিক জ্ঞান একই শ্রেণীভুক্ত; কারণ প্রথমটি অসীম এবং দ্বিতীয়টি সসীম ও অজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানমাত্র'।১৬ আত্মা স্বয়ং প্রকাশ সূর্যের মতো। সূর্য্য যেমন নিজের আলোকে আলোকিত হন এবং অন্য পদার্থকেও আলোকিত করেন সেইরূপ আত্মাও নিজের জ্যোতিতে নিজে উদ্ভাসিত হয় এবং বাহ্যজগৎকেও উদ্ভাসিত করেন। ফলত বাহ্যবস্তুর জ্ঞান ও আত্মজ্ঞানের মধ্যে অনেক পার্থক্য বর্তমান। প্রমা, প্রমাণ, করণ, ব্যাপার - এই সকল যে আলোচনা, তা কিন্তু আপেক্ষিক জ্ঞান বা ব্যবহারিক জগতের জ্ঞানের প্রেক্ষিতে করা হয়। এখন প্রশ্ন হল আত্মজ্ঞান বা আত্মসাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে কি ঐরূপে (প্রমা, প্রমাণ) আলোচনা করা সম্ভব?

আরও একটি বিষয় হল আত্মজ্ঞান কি প্রকৃতপক্ষে একটি জ্ঞান, না কি একটি উপলব্ধি[vii]? এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ন্যায়মতে জ্ঞান ও উপলব্ধি অভিন্ন হলেও, সাংখ্য যোগ মতে জ্ঞান ও উপলব্ধি ভিন্ন। চিত্তবৃত্তি হল জ্ঞান এবং পৌরুষেয় বোধ হল উপলব্ধি। 'যে আত্মা সকল বস্তু বা বিষয়ের একমাত্র জ্ঞাতা, অর্থাৎ যিনি সকল বস্তু বা বিষয়ের সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেন সেই আত্মাকে আবার কোন জ্ঞানশক্তি অবগত করাইতে পারে? না, তাহা জানিবার জন্য আর কোন দ্বিতীয় জ্ঞান নাই, কারণ আত্মাই এই নিখিল বিশ্বজগতের একমাত্র জ্ঞাতা। এখন দেখিতে হইবে যে আত্মাকে বিদিত হইবার প্রশস্ত উপায় কি? যথাযথ বিশ্লেষণ ও বিচারের দ্বারা আমরা জ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তু হইতে প্রকৃত জ্ঞাতা পুরুষকে পৃথকভাবে বুঝিতে পারি; প্রত্যেক বস্তুকেই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে এবং মনে মনে নেতি নেতি অর্থাৎ ইহা আত্মা নয়, বা আত্মা ইহাও নহে এইরূপ স্থির করিয়া যাহা আত্মা নহে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞেয় পদার্থগুলি, সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতি, সর্ব্বপ্রকার চিন্তা এবং মনের ভাব ও বুদ্ধির যাবতীয় ক্রিয়া শুদ্ধ হইলে সমাধি অবস্থায় আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়'।১৭ আত্মজ্ঞান বা আত্মসাক্ষাৎকার বা আত্মা-পরমাত্মার ঐক্য বোধ একপ্রকার উপলব্ধি হলে সেক্ষেত্রে করণ নির্ণয়ের সমস্যা থাকে না। সেক্ষেত্রে নিদিধ্যাসন রূপ সমাধির পরই আত্মসাক্ষাৎকার ঘটতেই পারে এবং সেক্ষেত্রে নিদিধ্যাসনই আত্মসাক্ষাৎকারের প্রধান কারণ – একথা বলতেও কোন সমস্যা থাকে না।

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.28

শ্রুতি অনুযায়ী শ্রবণের পর মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার রূপ উপলব্ধি হয়, আত্মা-পরমাত্মার ঐক্য বোধ জাগে অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়। বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – 'শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি প্রভৃতি বক্ষ্যমাণ সাধন সমূহের অভ্যাসে যাহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, এইরূপ সাধক – মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে আরম্ভ করিলে, দীর্ঘকাল মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে তাহার অন্তঃকরণে বেদান্ত প্রতিপাদ্য অদ্বয় ব্রহ্ম বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার বিশুদ্ধ বৃত্তি উদিত হয়, সেই মানসীবৃত্তিতে চিদাত্মার যে স্ফুরণ বা প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহাই হইল জীবের চরম ও স্বতঃসিদ্ধ প্রমা। ভগবান শ্রীশঙ্করের অনুগ্রহেই এই প্রকার চিদভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। এইরূপ চিদভিব্যক্তিকেই আচার্য্যগণ ব্রহ্মবিজ্ঞান বলিয়া থাকেন। যে পর্যন্ত এইরূপ চিদভিব্যক্তি সাধকের মানসী বৃত্তিতে না হয়, সে পর্যন্ত তাহার সকল অনর্থের মূলভূত যে অজ্ঞান, তাহার নাশ হইবার সম্ভবনা নাই। ইহা দ্বারা ইহাই বুঝান হইতেছে যে, বেদান্তবাক্য শ্রবণের দ্বারা আপাততঃ পরোক্ষ যে ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে, তাহার দ্বারা অজ্ঞাননিবৃত্তি হয় না। চিত্তকে সম্পূর্ণ রূপে সাধনানুষ্ঠানের দ্বারা রাগদ্বেষবিমুক্ত করিতে না পারিলে অজ্ঞাননাশন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইবার সম্ভাবনা নাই। বেদান্তের অধ্যয়ন বা আলোচনা দ্বারা আপাততঃ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে **ব্রহ্মজ্ঞান** বলা যায়, কিন্তু তাহা **ব্রহ্মবিজ্ঞান** নহে'।[১৮] অর্থাৎ এইভাবে বোঝা যেতেই পারে যে, ব্রহ্মবিজ্ঞান হল আত্মসাক্ষাৎকার, যা একপ্রকার উপলব্ধি। আর ব্রহ্মজ্ঞান হল আত্মজ্ঞান যা পরোক্ষ জ্ঞান, যার করণ শ্রবণ। সুতরাং শ্রবণ, মননের দ্বারা আত্মাজ্ঞান লাভের পর নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার রূপ আত্মা-পরমাত্মার ঐক্য উপলব্ধ হয়ে থাকে।

পাদটীকা :

[i] 'তথা চ ব্রহ্মণঃ প্রমাতৃ-জীবাভিন্নতয়া তদগোচরং শব্দজন্যং জ্ঞানমপ্যপরোক্ষম্'। শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, বেদান্তপরিভাষা, ১৩৬৭, পৃ ৩২৬

[ii] 'প্রসংখ্যানেহপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ'।।২৮।।

[iii] 'ভাষ্যকার প্রথমে 'প্রসংখ্যানানুপূর্ব্বী তু খলু' এই কথা বলিয়া সূত্রের অবতারণা করেছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'প্রসংখ্যানং সমাধিজং তত্ত্বজ্ঞানং'। প্রপূর্ব্বক 'চক্ষ' ধাতু হইতে এই 'প্রসংখ্যান' শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে। উহার অর্থ – প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান'। (ন্যায়দর্শন ও বাৎসায়ন ভাষ্য, পঞ্চম খন্ড, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১৩৩৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, পৃ ২৯)

[iv] শরীরাদি হইতে ভিন্নরূপে আত্মবিষয়ক নিদিধ্যাসনই আত্মভাবনা। বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ, প্রথম খন্ড, পৃ ২৯৭

[v] 'বেদান্তপরিভাষার টীকাকার রামকৃষ্ণাধ্বরির মতেও এ বিষয়ে আলোচিত নব্য ন্যায় মতের অনুরূপ। তিনি বলেন যে, যাহা ব্যাপারযুক্ত এবং অসাধারণ কারণ তাহাই করণ বলিয়া জানিবে – অসাধরণকারণত্বে সতি ব্যাপারবত্ত্বং করণত্বম্'। বেদান্ত প্রমাণ পরিক্রমা, পৃ ২৮

[vi] 'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনো।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ।। কেন উপনিষদ ১/৩
অর্থাৎ চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না, বাক্যদ্বারা তাঁহাকে প্রকাশিত করা যায় না, মন দ্বারাও তাঁহাকে চিন্তা করা যায় না। আমরা তাঁহাকে জানি না অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয় মনের অগোচর।

 © 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.28

vii 'আমাদের আত্মা কখনও জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না; তিনি সকল সময়েই বিষয়ী বা জ্ঞাতা। লোকে যে ঈশ্বরের উপাসনা করে সেই ঈশ্বরকেই সকলের অন্তর্য্যামী ও বিরাট জ্ঞাতা বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুতরাং বেদান্তের আলোকে ঈশ্বর ও আত্মা অভেদ; অর্থাৎ ঈশ্বর আমাদের অন্তর হইতেও অন্তরতম; উভয়ের নিকট বা অভেদ সম্বন্ধই আমরা উপলব্ধি করি'।(আত্মজ্ঞান, পৃ ৫২)

তথ্যসূত্র :

১. শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী, বেদান্তদর্শন অদ্বৈতবাদ, বেদান্ত প্রমাণ পরিক্রমা, দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪৯, পৃ ২৪৩
২. স্বামী বিশ্বরূপানন্দ, বেদান্তদর্শন, চতুর্থ অধ্যায়, ২০০৩, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ ২২
৩. ঐ, পৃ ২৩
৪. ঐ, পৃ ২৩
৫. শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ, ১৩৩৪, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃ ১৩
৬. ঐ, পৃ ১৫
৭. বেদান্তদর্শনম্, ১/১/৪ পৃ ১৫১
৮. শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, বেদান্তপরিভাষা, ১৩৬৭, কলকাতা ৯, পৃ ৩২৭
৯. শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সম্বন্ধ বার্ত্তিক, ১৩৫৭, প্রকাশক – শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, কলকাতা ২৬, পৃ ১৫৯
১০ শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ, পাতঞ্জল দর্শন ও যোগ পরিশিষ্ট, ১২৯১, কলিকাতা, পৃ ২০৩
১১. শ্রীঅশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ, প্রথম খন্ড, ১৯৯২, কে ডি প্রিন্টার্স সাপ্লায়ার্স, কলকাতা ৬, পৃ ২৯৩
১২. স্বামী বিশ্বরূপানন্দ, বেদান্তদর্শন, চতুর্থ অধ্যায়, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৩, পৃ ২৭
১৩. শ্রীঅশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ, প্রথম খন্ড, ১৯৯২, কে ডি প্রিন্টার্স সাপ্লায়ার্স, কলকাতা ৬, পৃ ২৯৩
১৪. ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী, বেদান্ত প্রমাণ পরিক্রমা, প্রথমখন্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪৯, পৃ ৫
১৫ ঐ, পৃ ২৭।
১৬. আত্মজ্ঞান, স্বামী অভেদানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৩৫৩, পৃ ১৬৯
১৭. ঐ, পৃ ২০১
১৮. বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৩৩৪, পৃ ১৫

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore